যায়যায়দিন

তারিখ 01 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ৪৩তম কনভোকেশনে প্রেসিডেন্ট

ক্ষতিকর ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার এখনই সময়

যাযাদি রিপোর্ট

প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির চান্সেলর প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বলেছেন, ছাত্র রাজনীতির ক্ষতিকর দিকগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার এখনই সময়। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি কি অবস্থায় থাকবে সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন দেশের সব রাজনৈতিক দলের সহমর্মিতা ও সদিচ্ছা।

গতকাল বুধবার ঢাকা ইউনিভার্সিটির ৪৩তম কনভোকেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত কনভোকেশনে বক্তব্য রাখেন নোবেল লরিয়েট ও ডক্টর অফ লজ ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ ও প্রোভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার।

অনুষ্ঠানে পিএইচডি, এমফিল এবং বিভিন্ন বিভাগে কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্টের জন্য ৬৫ জনকে ৮৮টি স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

কনভোকেশনে প্রায় আট হাজারের মতো ছাত্রছাত্রী অংশ নিলেও শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত আসন অধিকাংশই ছিল খালি। আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দল কনভোকেশন বর্জনের কর্মসূচি পালন করেছে। নীল দলের তিনজন সিন্ডিকেট সদস্য, দুজন ডিন এবং ১৮ জন সিনেট সদস্য কনভোকেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। কনভোকেশনে প্রফেসর ইউনূসের বক্তব্য শুরু হলে কিছু ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করে।

কনভোকেশন উপলক্ষে গতকাল ক্যাম্পাস এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানস্থলে আসতে কয়েক দফা তল্লাশির মুখোমুখি হতে হয়। সেনাবাহিনী, র‍্যাবসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যরা অনুষ্ঠানস্থল এবং অনুষ্ঠানের বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কনভোকেশনের নিরাপত্তার জন্য ক্যাম্পাসে সব ধরনের দোকান গতকাল উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। পৃ ১১ >> কলাম

ক্ষতিকর ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কনভোকেশন শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কার্জন হল থেকে শুরু করে শোভাযাত্রাটি কনভোকেশনস্থলে এসে শেষ হয়। প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রায় প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিসি, প্রো-ভিসি, সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, শিক্ষক, কন্সটিটিউয়েন্ট কলেজ/ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল ও পরিচালকরা অংশ নেন।

কনভোকেশনে ইউনিভার্সিটির সাবেক ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া, প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের স্ত্রী প্রফেসর আফরোজী ইউনূস, প্রেসিডেন্টের স্ত্রী ও একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর আনোয়ারা বেগমসহ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, কূটনৈতিক মিশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

শোভাযাত্রাটি কনভোকেশনস্থলে আসার পর জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। প্রেসিডেন্ট এরপর প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে ডক্টর অফ লজ ডিগ্রি প্রদান করেন। প্রফেসর ইউনূসের সাইটেশন পাঠ করেন প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ। এরপর একে একে ডিগ্রি প্রদান করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনুষদের পিএইচডি ও এমফিল গবেষকদের। স্বর্ণপদক প্রদান করা হয় বিভিন্ন বিভাগের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের।

কনভোকেশনে প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বলেন, যে প্রতিষ্ঠানে জনগণের অর্থের এক বিরাট অংশ ব্যয় হয়, তাতে অর্থের সদ্ব্যবহারের দায়িত্ব নিশ্চয়ই সরকারের রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো আচরণবিধির প্রয়োজন না থাকলেও জনগণ যাতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সাবধানী ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া দরকার। এ জাতীয় বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা, কর্মচারী, অভিভাবক- সবার স্বার্থ নিবিড়ভাবে জড়িত। এ বিষয়ে তাদের সবাইকে যুক্ত করে প্রণীত বিধিই গণতান্ত্রিক হবে।

তিনি বলেন, আমি দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্য করছি, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুক্ত করার দাবি যতো জোরের সঙ্গে ও ব্যাপকভাবে শোনা যায়, অভিভাবকদের সমভাবে সম্পৃক্ত করার দাবি তেমন প্রবল নয়। তিনি আরো বলেন, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যদি এমন অধিকার দাবি করেন যে, তাদের দোষ-গুণের বিচারক হবেন শুধু তারাই, তবে তাতে নিরপেক্ষতা থাকবে না। শিক্ষা ও শিক্ষকের মূল্য নির্ধারণে বৃহত্তর সমাজের অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য করার মাধ্যমেই বৃহত্তর কল্যাণ সূচিত হবে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আগেও বলেছি, দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে তোমরা বিশেষ ভূমিকা পালন করছো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমাদের মনে রাখতে হবে, যেসব অবাঞ্ছিত প্রভাব তোমাদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, সেসব থেকে দূরে থেকে তোমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি অনুষদ, ৫৫টি বিভাগ ও নয়টি ইন্সটিটিউটে ৩১ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ব্যবস্থা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও কার্যকর এবং সর্বাধিক যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচনে সহায়ক। এসব মেধাদীপ্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রায় ১৫০০ শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তাদের অনেকেই পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত।